The Bangladesh Today

The admission test for the 1st-year undergraduate program of the Home Economics Unit of Dhaka University for the academic year 2024-2025 was held in a fair and peaceful manner yesterday, Saturday. Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan visited the examination center of Government College of Applied Human Sciences. Photo: Courtesy

ECO admission test fairly and peacefully held in DU

DHAKA: DU Home Economics Unit Admission Test Held The admission test for the 1st-year undergraduate program of the Dhaka University Home Economics Unit for the academic year 2024-2025 was held today, Saturday, in a fair and peaceful manner. Dhaka University Vice Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan visited the examination center of Government College of Applied Human Sciences, a press release said.

At this time, Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Administration) Professor Dr. Saima Haque Bidisha, Pro-Vice Chancellor (Education) Professor Dr. Mamun Ahmed, Treasurer Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury, Dean of the Faculty of Biology and Home Economics Unit Admission Test Coordinator Professor Dr. Md. Enamul Haque, and Principal of Government College of Applied Human Sciences Professor Nargis Akhter Jahan were present.This year, 6,433 students participated in the admission test against 2,420 seats in this unit.

দৈনিক বর্তমান

ঢাবি গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা আজ ০৩ মে ২০২৫ শনিবার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গভর্নমেন্ট কলেজ অব অ্যাপ্লাইড হিউম্যান সাইন্স-এর পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক এবং গভর্নমেন্ট কলেজ অবঅ্যাপ্লাইড হিউম্যান সাইন্স-এর অধ্যক্ষ অধ্যাপক নারগীস আক্তার জাহান উপস্থিত ছিলেন। এই ইউনিটে ২ হাজার ৪শ' ২০টি আসনের বিপরীতে এবছর ৬ হাজার ৪শ' ৩৩জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

The Daily Observer

Dhaka University Vice-Chancellor Prof Dr Niaz Ahmed Khan along with others visited the Govt College of Applied Human Science centre during the written test of Dhaka University (DU) Home Economics unit for the 'Undergraduate (honours) Programme' this year on Saturday.

PHOTO: OBSERVER

দৈনিক বর্তমান

ঢাবি আইবিএ গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠিত

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর ৫৭তম গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান গতকাল ০২ মে ২০২৫ শুক্রবার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক শাকিল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী গ্র্যাজুয়েশন স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. শাকিলা ইয়াসমিন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আইবিএ গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সমাজ, পরিবার, পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করতে হবে। ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা সমুন্নত রেখে মেধা ও দক্ষতার মাধ্যমে পেশাগত জীবনে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা চালাতে হবে। কর্মজীবনে প্রতিনিয়ত সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটকে দক্ষ ও মানসম্পন্ন বিজনেস গ্র্যাজুয়েট তৈরির এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে ▶▶ এরপর পৃষ্ঠা ৭

ঢাবি আইবিএ গ্র্যাজুয়েশন

শেষ পাতার পর

তিনি বলেন, জাতির প্রত্যাশা পূরণে গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

নয়া দিগন্ত

ঢাবি আইবিএ এর গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ■ নয়া দিগন্ত

The Country Today

DU IBA holds its 57th Graduation Ceremony

DU Correspondent

The 57th Graduation Ceremony of the Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka, was held on Friday at the Bangladesh-China Friendship Conference Center.

Professor Dr. Niaz Ahmed Khan, Vice Chancellor of the University of Dhaka, attended the event as the chief guest. The ceremony was presided over by Professor Shakil Huda, Acting Director of IBA.

Eminent academic and Emeritus Professor Dr. A. F. Serajul Islam Choudhury from the Department of English, University of Dhaka, addressed the graduates as the Graduation Speaker. The welcome speech was

Continued to page 2

delivered by Professor Dr. Shakila Yasmin of the institute.

Congratulating the graduates, Vice Chancellor Dr. Niaz Ahmed Khan urged them to remain committed to their society, families, parents, and teachers, and to contribute to the welfare of the nation. He emphasized the importance of upholding personal integrity and dignity while striving for excellence in their professional careers through talent and competence. He also encouraged continuous self-improvement and skill development in the workplace.

আজকালের খবর

ঢাবির আইবিএ ৫৭তম গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর ৫৭তম গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান গত শুক্রবার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক শাকিল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী গ্র্যাজুয়েশন স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. শাকিলা ইয়াসমিন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আইবিএ গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সমাজ, পরিবার, পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করতে হবে। ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা সমুন্নত রেখে মেধা ও দক্ষতার মাধ্যমে পেশাগত জীবনে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা চালাতে হবে। কর্মজীবনে প্রতিনিয়ত সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটকে দক্ষ ও মানসম্পন্ন বিজনেস গ্র্যাজুয়েট তৈরির এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতির প্রত্যাশা পূরণে গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তি

আমাদের সময়

প্রতিদিনই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়

সাক্ষাৎকার

ড. নিয়াজ আহমদ খান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- দায়িত্বকে আমানত মনে করি
- অংশীদারত্বের ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন চালুর উদ্যোগ নিয়েছি
- নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার মূল্যায়ন নিশ্চিতে কাজ করছি

[illegible]

প্রতিদিনই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়

[illegible]

The New Age

Dhaka University vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan addresses a programme titled DU Research Excellence Recognition 2025 at the DU Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Building on Friday. — New Age photo

DU honours 300 teachers, researchers

DU Correspondent

BANGLA Academy president Abul Kashem Fazlul Haq said on Friday that although many in the interim government, especially chief adviser Professor Muhammad Yunus, envisioned a model state, the country's transformation into the model state was not possible under a weak government.

He made the remarks while addressing a programme titled DU Research Excellence Recognition 2025, at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Building.

At the event, nearly 300 teachers and researchers from various departments and institutes of Dhaka University were honoured in recognition of their research and intellectual contributions.

Abul Kashem Fazlul Haq also stated that whenever any authority or political party attempted to reform, opposing forces emerged. 'Those who benefit from the existing system are unwilling to let go of their privileges even slightly,' he said.

At the event, planning and education adviser Wahiduddin Mahmud said that in order to turn the country's higher educational institutions into research-based centres, a proposal to reform the University Grants Commission into a 'Higher Education Commission' was under consideration.

Research must aim at changing the world, Dhaka University English department Emeritus Professor Serajul Islam Choudhury said, adding that the world is heading towards destruction and what is perceived today as progress is, in fact, a journey towards decline driven by private ownership.

'Research doesn't believe in private ownership ideologically,' he said.

New Age editor Nurul Kabir called for the formation of a National Translation Commission to translate the world's scholarly knowledge, books, and research papers into Bangla and make them accessible to the masses.

He also urged the affluent section of society to contribute to higher education, stating that no country can flourish in higher education unless the wealthy are willing to make contributions.

Vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan stressed the importance of cultivating a culture of research at Dhaka University. 'Partisan politics has caused us immense harm,' he said, adding, 'We want to keep education above party politics.'

বাংলাদেশ বুলেটিন

ঢাবির প্রায় তিনশ খ্যাতিমান গবেষককে সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: শনিবার, ৩ মে, ২০২৫, ৭:২৬ PM

গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রায় ৩শ' জন খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষককে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

শুক্রবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'DU Research Excellence Recognition 2025' অনুষ্ঠানে তাঁদের এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডেইলি নিউ এজ-এর সম্পাদক নূরুল কবির এবং কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান সেলিম রহমান বক্তব্য রাখেন। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এছাড়া, 'উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগের গুরুত্ব' শীর্ষক প্রথম অধিবেশনে উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ বিষয়ক মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশনে বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)-এর সভাপতি কামরান টি. রহমান, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি মিস ফাইজা আহাদ এবং বিশ্বব্যাংকের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান উচ্চশিক্ষার ভূমিকা, টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগের বিষয়ে আলোকপাত করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোসাদ্দেক হোসেন কামাল।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' হিসেবে সংস্কারের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। তিনি বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে আমাদের গবেষণার সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের উপযোগী করে গবেষণা প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের অভিনন্দন জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা দলাদলি করতে চাই না। দলীয় রাজনীতি আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। শিক্ষাকে আমরা দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে চাই। আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা একটি র‍্যাঙ্কিং কমিটি গঠন করেছি। ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিদেশের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে আমরা যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারের চেষ্টা করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। গত ১ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। বেশ কিছু ভিজিটিং প্রফেসর আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি রিসার্চ কার্যক্রম পরিচালনা ও রিসার্চ কালচার গড়ে তুলতে তিনি সকলের সহযোগিতা চান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সফল ও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার ও অ্যালামনাইদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান, গবেষণায় উৎকর্ষ সাধন এবং গবেষকদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো গবেষকদের এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসকল গবেষকের গবেষণা প্রবন্ধ 'High-Impact Journal'-এ প্রকাশিত হয়েছে, আজ তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হলো। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষকগণও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, শুধু নিজের চাকুরি বা সুনাম অর্জনের জন্য নয়, বরং মানবকল্যাণ সাধন ও পৃথিবীকে বদলানোর জন্য গবেষণা করতে হবে। তিনি মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান বিতরণ, গবেষণা ও বই প্রকাশের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ডেইলি নিউ এজ-এর সম্পাদক নূরুল কবির বিশ্বের সকল ভাষার জ্ঞান, গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে 'জাতীয় অনুবাদ কমিশন' গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগুলো বাংলায় অনুবাদ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

The Bangladesh Today

ঢাবির তিন শত গবেষককে সম্মাননা প্রদান

ঢাবি প্রতিনিধি: গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রায় ৩শ' জন খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষককে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'DU Research Excellence Recognition 2025' অনুষ্ঠানে তাঁদের এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডেইলি নিউ এজ-এর সম্পাদক নূরুল কবির এবং কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান সেলিম রহমান বক্তব্য রাখেন। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এছাড়া, 'উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগের গুরুত্ব' শীর্ষক প্রথম অধিবেশনে উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ বিষয়ক মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশনে বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)-এর সভাপতি কামরান টি. রহমান, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি মিস ফাইজা আহাদ এবং বিশ্বব্যাংকের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান উচ্চশিক্ষার ভূমিকা, টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগের বিষয়ে আলোকপাত করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোসাদ্দেক হোসেন কামাল।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' হিসেবে সংস্কারের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। তিনি বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে আমাদের গবেষণার সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের উপযোগী করে গবেষণা প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের অভিনন্দন জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা দলাদলি করতে চাই না। দলীয় রাজনীতি আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। শিক্ষাকে আমরা দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে চাই। আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা একটি র‍্যাঙ্কিং কমিটি গঠন করেছি। ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিদেশের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে আমরা যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারের চেষ্টা করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। গত ১ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। বেশ কিছু ভিজিটিং প্রফেসর আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি রিসার্চ কার্যক্রম পরিচালনা ও রিসার্চ কালচার গড়ে তুলতে তিনি সকলের সহযোগিতা চান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সফল ও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার ও অ্যালামনাইদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান, গবেষণায় উৎকর্ষ সাধন এবং গবেষকদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান, গবেষণায় উৎকর্ষ সাধন এবং গবেষকদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো গবেষকদের এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসকল গবেষকের গবেষণা প্রবন্ধ 'High-Impact Journal'-এ প্রকাশিত হয়েছে, আজ তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হলো। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষকগণও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, শুধু নিজের চাকুরি বা সুনাম অর্জনের জন্য নয়, বরং মানবকল্যাণ সাধন ও পৃথিবীকে বদলানোর জন্য গবেষণা করতে হবে। তিনি মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান বিতরণ, গবেষণা ও বই প্রকাশের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ডেইলি নিউ এজ-এর সম্পাদক নূরুল কবির বিশ্বের সকল ভাষার জ্ঞান, গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে 'জাতীয় অনুবাদ কমিশন' গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগুলো বাংলায় অনুবাদ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

২১ বৈশাখ ১৪৩২

04 May 2025

যায়যায়দিন

ঢাবির তিন শত গবেষককে সম্মাননা প্রদান

প্রকাশ | ০৩ মে ২০২৫, ১২:৩৮

ঢাবি প্রতিনিধি

ছবি: যায়যায়দিন

গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রায় ৩শ' জন খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষককে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'DU Research Excellence Recognition 2025' অনুষ্ঠানে তাঁদের এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডেইলি নিউ এজ-এর সম্পাদক নূরুল কবির এবং কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান সেলিম রহমান বক্তব্য রাখেন। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এছাড়া, 'উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগের গুরুত্ব' শীর্ষক প্রথম অধিবেশনে উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ বিষয়ক মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশনে বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)-এর সভাপতি কামরান টি. রহমান, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি মিস ফাইজা আহাদ এবং বিশ্বব্যাংকের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান উচ্চশিক্ষার ভূমিকা, টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগের বিষয়ে আলোকপাত করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোসাদ্দেক হোসেন কামাল।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' হিসেবে সংস্কারের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

তিনি বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে আমাদের গবেষণার সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের উপযোগী করে গবেষণা প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের অভিনন্দন জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা দলাদলি করতে চাই না। দলীয় রাজনীতি আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। শিক্ষাকে আমরা দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে রাখতে চাই। আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা একটি র‍্যাঙ্কিং কমিটি গঠন করেছি। ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিদেশের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে আমরা যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারের চেষ্টা করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। গত ১ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। বেশ কিছু ভিজিটিং প্রফেসর আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি রিসার্চ কার্যক্রম পরিচালনা ও রিসার্চ কালচার গড়ে তুলতে তিনি সকলের সহযোগিতা চান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সফল ও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার ও অ্যালামনাইদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান, গবেষণায় উৎকর্ষ সাধন এবং গবেষকদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো গবেষকদের এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসকল গবেষকের গবেষণা প্রবন্ধ 'High-Impact Journal'-এ প্রকাশিত হয়েছে, আজ তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হলো। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষকগণও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, শুধু নিজের চাকুরি বা সুনাম অর্জনের জন্য নয়, বরং মানবকল্যাণ সাধন ও পৃথিবীকে বদলানোর জন্য গবেষণা করতে হবে। তিনি মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান বিতরণ, গবেষণা ও বই প্রকাশের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ডেইলি নিউ এজ-এর সম্পাদক নূরুল কবির বিশ্বের সকল ভাষার জ্ঞান, গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে 'জাতীয় অনুবাদ কমিশন' গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগুলো বাংলায় অনুবাদ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২১ বৈশাখ ১৪৩২

DU in Media

04 May 2025

The Daily Campus

শিক্ষা ছুটিতে গিয়ে ফিরলেন না ঢাবি শিক্ষক ফাতেমা, পাওনা ৫০ লাখ টাকা

০৩ মে ২০২৫, ১৩:০৮

ঢাবির ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ

উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়ে আর ফিরে আসেননি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফাতেমা-তুজ-জোহরা। পরে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিলেও পাওনা পরিশোধ না করায় সিন্ডিকেটে তা গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে। এ শিক্ষকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা রয়েছে ৫০ লাখ ৭২ হাজার টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৪ এপ্রিল। এতে বিষয়টি আলোচনা হয়নি বলে সূত্র নিশ্চিত করেছে। পরবর্তী সভায় এ নিয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে জানা গেছে। সভার ১৯ নম্বর এজেন্ডায় বলা হয়েছে, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফাতেমা-তুজ-জোহরার বিষয়ে গত ২ জানুয়ারির সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুই মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনাদি পরিশোধ করেননি। এর আগে তিনি ব্যক্তিগত কারণে গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর পদত্যাগের আবেদন করেন।

সিন্ডিকেট দুই মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পাওনা পরিশোধ করার পর তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। এ সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা পরিশোধ না করলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তাঁকে জানানো হয়। গত ১৬ মার্চ দুই মাস সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওনা পরিশোধ করেননি। তাঁর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট পাওনা ৫০ লাখ ৭২ হাজার ৮৪৩ টাকা।

সহকারী অধ্যাপক ফাতেমা-তুজ-জোহরার ভোগকৃত ছুটির মধ্যে ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করতে ২০১৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে পরের বছরের ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বছর একদিন সবেতনে শিক্ষাছুটি নেন। পরে পিএইচডি করতে ২০২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর হতে ২০২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট তিন বছর ১১ মাস ২৯ দিন সবেতনে এবং এক বছর বিনাবেতনে ছুটি নেন। সব মিলিয়ে ৫ বছর সবেতনে এবং এক বছর বিনাবেতনে ছুটি নেন তিনি।

অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফাতেমা-তুজ-জোহরা আর ফিরে আসেননি বলে নিশ্চিত করেছেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মাকসুদুর রহমান সরকার। তিনি দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসকে বলেন, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগেই ফাতেমা-তুজ-জোহরা পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। বাকি সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, সিন্ডিকেটে যেহেতু বিষয়টি আলোচনা হয়েছে, সিন্ডিকেটের সভায়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে। এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামত দেওয়ার সুযোগ নেই।

এ বিষয়ে চেষ্টা করেও অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফাতেমা-তুজ-জোহরার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

খবরের কাগজ

ঢাকা মেট্রোর পানির মান তদারকি ও বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প

নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের এহিম বিশ্ববিদ্যালয়

আরিফ জাওয়াদ

আগামী বছর থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার পানির গুণগত মান তদারকি এবং বিশুদ্ধকরণ টেকনোলজি নিয়ে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে জাপান। প্রায় ৫০০ মিলিয়ন জাপানি ইয়েনের প্রজেক্টটি ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২০৩১ সালের মার্চ পর্যন্ত চলবে।

গত মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের কনফারেন্স কক্ষে 'সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিসার্চ পার্টনারশিপ ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে

ড. নিয়াজ আহমদ খান ও ড. কোজো ওতানাবি (মাঝে)

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'প্রজেক্টটি সমাজে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব ধরনের সহায়তা করতে প্রস্তুত রয়েছে।'

এতে মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও প্রজেক্টের বাংলাদেশ অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) ড. আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন), প্রজেক্টের জাপান অংশের প্রধান ড. কোজো ওতানাবি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ডঃপ্রথ্য, জাপান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এজেন্সি (জেএসটি) ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) অর্থায়নে ওই প্রকল্প ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তর, জাপানের সিজুকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়ামাগাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনষ্টিটিউট ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল স্ট্র্যাটেজিস প্রজেক্টটি বাস্তবায়ন করবে।